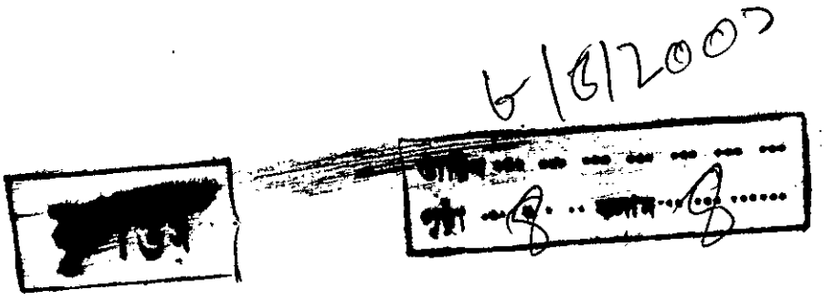

৮/৫/2007

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু ক

এ বছর এসএসসি পরীক্ষার আগে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনে নকলের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। এর আগে এমন দেখা যায়নি। কিন্তু তবুও নকল প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকলের দায়ে প্রায় ৪০ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে এবং এই অপকর্মে সহায়তা দেয়ার জন্য শিক্ষক বহিষ্কৃত হয় প্রায় ২৫০ জন। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষক বহিষ্কারের এ ঘটনা নিশ্চয়ই দুঃখজনক ও আমরা যারা শিক্ষক তাদের জন্য লজ্জাজনকও বটে। তাই আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য বলে আমি মনে করি।

১। পরীক্ষা কেন্দ্রে অবশ্যই পাকা সীমানা প্রাচীর থাকতে হবে। থানা সদরের বাইরে কোন কেন্দ্র বা ভেন্যু রাখা চলবে না।

২। পরীক্ষার্থীদের আসন বিনিময় করতে হবে। কোনক্রমেই তারা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩। শুধু পরীক্ষা কক্ষে নয়, কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে প্রবেশের আগে ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষ সব পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশি করতে হবে।

৪। প্রথম পরীক্ষায় ১৫ মিনিট এবং পরবর্তী পরীক্ষায় ১০ মিনিট আগে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করতে হবে।

৫। অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে রাতের অন্ধকারে মোমবাতি-হ্যারিকেন এমনকি কোথাও কোথাও মুক্ত দিবালোকে পরীক্ষার্থীরা বেঞ্চের ওপর সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর লিখে রাখে, যেটাকে চলতি ভাষায় 'বেঞ্চিং' বলে। এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আগে বেঞ্চের ওপরে প্যাডের কালি লাগিয়ে লেখাগুলো দুর্বোধ্য করে দিতে হবে। বেঞ্চের তলায় নেট লাগিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে মিনি গাইড লুকিয়ে রাখে। পরীক্ষা শুরুর আগে এগুলো অপসারণ করতে হবে।

৬। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার অজুহাতে নকলবাজরা বার বার বাথরুমে যেতে চায় সেখানে রক্ষিত বই ও খাতার আকর্ষণে। এ অভ্যাস বন্ধ করতে হবে।

৭। পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত যেমন-কেন্দ্র সচিব, শিক্ষা বোর্ড ও জেলা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, হল সুপার, কক্ষ পরিদর্শক, ন্যূনতম সংখ্যক অফিসার, কর্মচারী ও পিয়ন ব্যতীত অন্য কেউ পরীক্ষা কেন্দ্রে অবস্থান নিতে পারবেন না। যদি কোথাও স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা হয় তাহলে পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে তাদের কোন দায়িত্ব দেয়া যাবে না। তারা শুধু কেন্দ্রের বাইরে পরিবেশ সুন্দর রাখার কাজে লিপ্ত থাকবেন।

৮। যে বিষয়ের পরীক্ষা সেই বিষয়ের শিক্ষককে কোনক্রমেই কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না।

৯। পরীক্ষা কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণ এবং যথাযথভাবে ১৪৪ ধারা পালনের জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনীর সদস্য নিয়োগ দিতে হবে। বিপুল সংখ্যক অবাঞ্ছিত নকল সরবরাহকারী যখন চতুর্দিক থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে তখন স্বল্পসংখ্যক পুলিশের পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কোন পথ থাকে না।

১০। নকলের জন্য চিহ্নিত ও ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অবশ্যই বিডিআর মোতায়েন করতে হবে।

১১। ব্যাপক নকল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ত্বরিত আইন
নিতে হবে এবং পরীক্ষা কেন্দ্রটি বাতিল
সদরে স্থানান্তরিত করতে হবে। চিহ্নিত কেন
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনিয়মের
রুদ্ধ হবে না।

১২। সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যতীত অন্য
পরীক্ষার্থীদের জন্য কোনক্রমেই পৃথক পরীক্ষা
হবে না।

১৩। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নকলে
পরিবেশ সৃষ্টি ও আপ্যায়নের অজুহাতে প
কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা
নির্ধারিত ফিস ব্যতীত অতিরিক্ত আদায়কৃত
প্রথম পরীক্ষার দিনই পরীক্ষার্থীদের ফেরত দি

১৪। পরীক্ষার ভিজিল্যান্স টিম গঠনকালে ত
শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৫। নকলে সহায়তাদানকারী শিক্ষকদে
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপ
প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য সংশ্লি
কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করতে হবে।

১৬। শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তা বি
হবে।

১৭। পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কে
কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোন ফটোকপি
চালু রাখা যাবে না।

১৮। পরীক্ষার দিনগুলোতে পরীক্ষা কেন্দ্রে
পানাহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।

প্রফেসর খোন্দকার খলিলুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
রাজশাহী